108549 - যে নারী ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়েছেন কিনা এ ব্যাপারে সন্দিহান তিনি কি নামায ও রোযা আদায় করবেন?

প্রশ্ন

মাসিকের শেষ দিন ফজরের আযানের প্রায় দুই ঘন্টা আগে আমি দেখেছি যে, হলুদ স্রাব যাচ্ছে। এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। ফজরের আগে আর দেখিনি স্রাব কি বন্ধ হয়েছে; নাকি বন্ধ হয়নি। সকালে লক্ষ্য করলাম যে, স্রাব যাওয়া বন্ধ হয়েছে। এরপরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পর্যবেক্ষণ করলাম; এর মধ্যে জোহরের আযান হয়ে গেছে। জোহরের পর আমি গোসল করেছি। এমতাবস্থায় ছুটে যাওয়া কোন নামায কি আমাকে কাযা করতে হবে; নাকি আমি শুধু জোহরের নামায পড়ব? রমযানের পর এই দিনটির রোযা কাযা পালন করা কি আমার উপর আবশ্যক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

কোন নারীর হায়েয শুরু হওয়ার পর মূল অবস্থা হলো তার হায়েয চলমান থাকা যতক্ষণ পর্যন্ত না হায়েয দূরীভূত হওয়ার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত না হন। হায়েয শেষ হয়েছে কি শেষ হয়নি এ ব্যাপারে সন্দেহ নিয়ে রোযা বা নামায পালন করা জায়েয নয়।

আমরা ইতিপূর্বে 106452 নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছি।

আয়েশা (রাঃ) নারীদেরকে অপেক্ষা করা ও তাড়াহুড়া না করার নির্দেশ দিতেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পবিত্রতার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়। তিনি বলতেন: “তোমরা সাদাস্রাব না দেখা অবধি তাড়াহুড়া করো না।” তিনি এর দ্বারা হায়েয থেকে পবিত্র হওয়াকে বুঝাতেন।

অতএব, ফজরের নামায কাযা করা আপনার উপর আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে, জোহরের নামায পড়া আপনার উপর ওয়াজিব। কেননা আপনি পবিত্র অবস্থায় জোহরের ওয়াক্ত পেয়েছেন।

পক্ষান্তরে, ঐ দিনের রোযা আপনি রাখলেও সহিহ হত না। কেননা আপনি ঐ দিনের শুরুতে হায়েযগ্রস্ত ছিলেন। রমযান শেষ হওয়ার পর ঐ দিনটির রোযা আপনাকে কাযা পালন করতে হবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।